গবেষণা-সন্দর্ভের সারসংক্ষেপ

ভূমিকা:— রবীন্দ্রনাথ শুধু বাংলা সাহিত্যে নন, বাঙালি সংস্কৃতির এক অন্যতম প্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত জীবনকে প্রস্তুত করেছেন এক বিস্তৃত গবেষণার উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে। একথা অনস্বীকার্য যে রবীন্দ্রনাথ নিয়ে বাঙালি বহুকাল ধরে বহুবিধ চর্চা করে এসেছে; আজও করে চলেছে। কাজেই এই পরিসরে এবং এই সময়ে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্র-জীবনপঞ্জি সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করা বাহুল্য বোধ হয়। বাঙালিকে নানা সাহিত্যিক সংরূপের সঙ্গে পরিচয় করিয়েছেন তিনি। উপন্যাস বা প্রবন্ধের মতো সংরূপ আগে থেকেই প্রচলিত থাকলেও এই দুই সংরূপের গঠনের ক্ষেত্রে নিজস্ব চলন এনেছেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্র যে রীতিতে উপন্যাস রচনা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ সেই শৈলী থেকে সরে গেছেন ক্রমশ। তাঁর রচিত মোট উপন্যাসের সংখ্যা চোদ্দো। জীবনের প্রথম অধ্যায়ে ষোলো বছর বয়সে রচনা করেছেন 'করুণা', যদিও পরবর্তীতে এই অপরিণত কাজকে মান্যতা দেননি নিজেই। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম উপন্যাস 'বউ-ঠাকুরানীর হাট'(১৮৮৩) এবং তার চারবছর পরে প্রকাশ পেয়েছে 'রাজর্ষি'(১৮৮৭,); উনিশ শতকে প্রকাশ পাওয়া এই উপন্যাস দুটিতেই বঙ্কিমী প্রভাব স্পষ্ট। তবে রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পেরেছিলেন রোমান্স এবং ঘটনা প্রধান উপন্যাসের বঙ্কিমী চাল তাঁর পথ নয়। নিজের ক্ষমতার সঠিক মূল্যায়নের জন্য উপন্যাস রচনায় ষোলো বছরের বিরতি নিয়ে ১৯০৩-এ প্রকাশ করলেন 'চোখের বালি'। যদিও উপন্যাসের চরিত্রগুলির সম্পর্ক বুননের মধ্যে বঙ্কিমের প্রভাব তখনও অব্যাহত ছিল। তথাপি তিনি পরিবর্তন আনলেন প্লটের সংগঠনের ক্ষেত্রে। উপন্যাসে ঘটনার প্রাধান্য ক্রমে সংকুচিত হয়ে এল, প্রাধান্য পেতে শুরু করল চরিত্রদের আঁতের কথা। ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত ঘটনাপ্রধান উপন্যাসের থেকে স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্র-উপন্যাসের গঠন পৃথক রূপ নিতে আরম্ভ করল। উপন্যাসের চলনের এবং গঠনের এই পার্থক্যের কথা মাথায় রেখেই আমরা আমাদের গবেষণা-সন্দর্ভের জন্য রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলিকে নির্বাচন করেছি।

গবেষণা সন্দর্ভের অধ্যায় বিন্যাস : আমাদের মূল গবেষণা-সন্দর্ভটিকে নিম্নোক্ত অধ্যায়ে বিভাজন করে প্রস্তুত করেছি।

সূচিপত্র :

ভূমিকা :

প্রথম অধ্যায় : আখ্যানতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা ও বাংলা উপন্যাস :
দ্বিতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চা : ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ :
তৃতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র-উপন্যাসের আখ্যানতাত্ত্বিক গ্রন্থনভাবনা :
ক) প্লট-বিন্যাস
খ) সময়ের বিন্যাস
গ) চরিত্র বিশ্লেষণ
ঘ) সংস্থান বিন্যাস
চতুর্থ অধ্যায় : রবীন্দ্র-উপন্যাসের আখ্যানতাত্ত্বিক বাচনশৈলী :
ক) কথনরীতি
খ) দৃষ্টিকোণ
গ) ভাষা ব্যবহার
উপসংহার :
গ্রন্থপঞ্জি :
নির্ঘন্ট :

প্রথম অধ্যায় : আখ্যানতত্ত্বের প্রাথমিক ধারণা:— আমাদের গবেষণাকর্মে আমরা যেখানে রবীন্দ্র-উপন্যাসকে আখ্যানতাত্ত্বিক ভাবনায় বিশ্লেষণ করতে সচেষ্ট হব, সেখানে স্বাভাবিকভাবেই আখ্যানতত্ত্ব বিষয়টি সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। এই অধ্যায়ে আমরা আখ্যানতত্ত্ব বিষয়ে প্রাথমিক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করব। আখ্যানতত্ত্ব কী? এই প্রশ্নের উত্তরে খুব সংক্ষেপে বলতে পারি আখ্যানের বা বিবৃতির গঠন ও বৈশিষ্ট্য সংক্রান্ত আলোচনাই হল আখ্যানতত্ত্ব। বিশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে আখ্যানতত্ত্ব সংক্রান্ত আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব পেতে শুরু করে। প্রধানত রুশ প্রকরণবাদ এবং সংগঠনবাদকেই আখ্যানতত্ত্বের জন্মের পটভূমি হিসেবে নির্দেশ করে থাকেন তাত্ত্বিকরা। আখ্যানের গঠন বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আখ্যানতাত্ত্বিকেরা দুটি স্তরের কথা বলেন – (১) শিল্পপূর্ব স্তর বা কাহিনি (fabula/story) – এই স্তরে আখ্যানের প্রাথমিক পর্বের উপাদানগুলো আলোচনা করা হয়; আর রয়েছে (২) শিল্পীত স্তর বা বাচন (sjuzhet/discourse) – এই স্তরে প্রাধান্য পায় আখ্যানের কথন ও ভাষারীতিটি। আখ্যানতত্ত্বে সবসময়েই 'কী বলা হচ্ছে' (content) এর থেকে বেশি গুরুত্ব পায় 'কীভাবে বলা হচ্ছে' (form) এর বিষয়টি। এই অধ্যায়ে আখ্যানতত্ত্বের প্রাথমিক এবং স্বচ্ছ একটি ধারণা সাজিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি আমাদের গবেষণাকর্মের পরের অধ্যায়গুলি যে এই আলোচনার সাপেক্ষে গড়ে উঠবে তারও একটি ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চা : ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ:— রবীন্দ্রনাথের উপন্যাস নিয়ে বহুবিধ আলোচনা-সমালোচনার ধারা শুরুর দিন থেকেই যে প্রবহমান ছিল তা আমরা জানি। তাই রবীন্দ্র-উপন্যাসকে নতুন কোনো তত্ত্ববিশ্বের নিরিখে বিশ্লেষণের পূর্বে রবীন্দ্র-উপন্যাস চর্চার যে ধারা এখনো পর্যন্ত প্রবহমান তার ধরন বুঝে নেওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। এই তাগিদ থেকেই আমরা এই অধ্যায়ে রবীন্দ্র-উপন্যাসের সমালোচনা সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতে সচেষ্ট হয়েছি।

তৃতীয় অধ্যায় : রবীন্দ্র-উপন্যাসের আখ্যানতাত্ত্বিক গ্রন্থনভাবনা:— আখ্যান গঠনের শিল্পপূর্ব স্তরের চারটি উপাদান কীভাবে একটা উপন্যাসের সামগ্রিক গঠনকে তুলে ধরে তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে। আমরা মূল আলোচনাটি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনা করেছি। নিম্নে এই পরিচ্ছেদগুলি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া গেল।

(ক) প্লট-বিন্যাস:- যেকোনো উপন্যাসের মূলে থাকে একটি কাহিনি এবং এই কাহিনির সুপরিকল্পিত বিন্যাসই হল প্লট। কাহিনি স্তরে বা শিল্পপূর্ব স্তরে ঘটনার সুপরিকল্পিত বিন্যাস ঘটলেও শিল্পীত স্তরে বা কথনস্তরে দেখা যায় ঘটনার অবিন্যস্ত ক্রম আর এখানেই ঘটে প্লটের প্রাধান্য। বর্তমান অধ্যায়ে আমরা আলোচ্য উপন্যাসগুলির নির্মাণের ক্ষেত্রে ঔপন্যাসিক প্লটকে কীভাবে বিন্যস্ত করেছেন সে বিষয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করতে সচেষ্ট হব।

(খ) চরিত্র-বিন্যাস:- রসবাদী আলোচনায় উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে যে ধরনের পদ্ধতি গ্রহণ করা হয় আখ্যানতত্ত্বের আলোচনায় চরিত্রের বিশ্লেষণ হয় তার থেকে পৃথক পদ্ধতিতে। এক্ষেত্রে শিল্পপূর্ব স্তরের 'ভূমিকা' বা actant শিল্পীত স্তরে গিয়ে চরিত্রে পরিণত হয়। শিল্পপূর্ব স্তরের ভূমিকাকে শিল্পীত স্তরে চরিত্র হিসেবে নির্মাণ করার জন্য এবং তাদের প্রকৃতি নির্ধারণের জন্য লেখক কিছু উপাদানের ব্যবহার করে থাকেন - যেমন প্রত্যক্ষ উপস্থাপন, পরোক্ষ উপস্থাপন। নানান তাত্ত্বিকেরা উপন্যাসের চরিত্র বিশ্লেষণে নানাবিধ পদ্ধতির কথা বলেছেন। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির প্রধান-অপ্রধান সব চরিত্রগুলিকেই তত্ত্বের আলোকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করেছি।

(গ) সংস্থান বিন্যাস - লেখক আখ্যানে সংস্থান বা প্রতিবেশ ব্যবহার করে থাকেন মূলত পাঠকের মনে ঘটনার বাস্তবসম্মত প্রভাব সৃষ্টি করার জন্য। সংস্থান মূলত স্থান-কাল-ঘটনা বা চরিত্রের স্থিতি অথবা অবস্থার জ্ঞাপক এবং এটিকে আখ্যানতত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয় মূলত 'text without story duration' হিসেবে। রবীন্দ্রনাথের পূর্ববর্তী বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে সংস্থান

বিন্যাস যতটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে ছিল, রবীন্দ্র উপন্যাসে সেভাবে বলতে গেলে সংস্থান বিন্যাস গুরুত্ব পায়নি। বঙ্কিমের ইতিহাসনির্ভর পটভূমিতে লেখা উপন্যাসগুলিতে সংস্থানের সূক্ষ্ম নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা লেখক যেভাবে অনুভব করেছিলেন, মূলত চরিত্রের মনোজগৎ নিয়ে গড়ে ওঠা রবীন্দ্র-উপন্যাসে সংস্থান ততটা গুরুত্ব পায় না, বা বলা ভালো রবীন্দ্র-উপন্যাসে সংস্থানের গুরুত্ব বিচার সেই একই নিক্তিতে করা সম্ভব নয়। বর্তমান পরিচ্ছেদে আমরা রবীন্দ্র-উপন্যাসগুলির সংস্থান বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছি।

(ঘ) সময়-বিন্যাস:- আখ্যানের আলোচনায় উপন্যাসের সময়কে আমরা বিভিন্নভাবে বিশ্লেষণ করব। কথনকাল এবং কাহিনিকাল এই দুটি বিষয় উপন্যাসে সময়ের বিন্যাস আলোচনার ক্ষেত্রে খুব গুরুত্বপূর্ণ। আখ্যানে সময়ের ব্যবহারের নানাবিধ রূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত হব। সময়ের ব্যবহারে অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের ব্যবহার বৈচিত্র্যও লক্ষ করার মতো। রবীন্দ্রনাথের প্রথমদিকের উপন্যাসগুলিতে সময়ের জটিল বিন্যাসপদ্ধতি সেভাবে লক্ষ করা যায় না। সময়ের যথাযথ বিন্যাস পাই 'চোখের বালি' থেকে। এই পরিচ্ছেদে আমরা রবীন্দ্রনাথের সমস্ত উপন্যাসের সময়ের বিন্যাসরীতি নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করেছি।

চতুর্থ অধ্যায় : রবীন্দ্র-উপন্যাসের আখ্যানতাত্ত্বিক বাচনশৈলী:— আখ্যানতত্ত্বের আলোকে উপন্যাসের গঠন বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে শিল্পীত স্তরের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি। এই স্তরের অন্যতম অবলম্বন হল বাচনকৌশল। উপন্যাসের বাচনশৈলী নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলি বিশেষভাবে গুরুত্ব পায় সেগুলি হল কথনরীতি, দৃষ্টিকোণ এবং ভাষা উপাদান। অর্থাৎ উপন্যাসের আখ্যানবিশ্বে কে বলছে, কে দেখছে, কীভাবে বলছে প্রভৃতি নানা বিষয় প্রাধান্য পেয়ে থাকে। আলোচনার সুবিধের জন্য আমরা এই অধ্যায়কে তিনটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

(ক) কথনরীতি:- শিল্পপূর্ব স্তরের কাহিনি শিল্পীত স্তরে কথকের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আখ্যানে কোনো ধরনের কথনরীতি ব্যবহার করা হচ্ছে তা প্রধানত নির্ভর করে কথকের অবস্থানের উপর। কথকের অবস্থানের তারতম্যের মধ্যে দিয়েই গড়ে ওঠে আত্মকথনরীতি, সর্বজ্ঞকথনরীতি, চরিত্রানুগ কথনরীতি। এই পরিচ্ছেদে আমরা কোন উপন্যাসে কোন কথন পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করেছি।

(খ) দৃষ্টিকোণ:- আখ্যানের কাহিনি উপস্থাপনা কথকের যে যে অবস্থান থেকে হতে পারে তার ওপর নির্ভর করে নির্ধারিত হয় কথন পরিস্থিতি। কথক কাহিনিতলের ভেতরে অবস্থান করছেন নাকি বাইরে অবস্থান করছেন, তার উপর নির্ভর করে গড়ে ওঠে দু'ধরনের নিরীক্ষণ। এই দুই

নিরীক্ষণের বিস্তারিত আলোচনার সঙ্গে আমরা আলোচনার চেষ্টা করেছি রবীন্দ্রনাথ তাঁর উপন্যাসগুলির ক্ষেত্রে কী জাতীয় দৃষ্টিকোণ ব্যবহার করেছেন এবং তার ফলস্বরূপ আখ্যানের গঠনে কী প্রভাব পড়েছে।

(গ) ভাষা ব্যবহার:- উপন্যাসের বাচন স্তরে প্রাধান্য পায় সংলাপ এবং বর্ণনা অংশ। এই দুয়ের আনুপাতিক বিশ্লেষণ আখ্যানের গঠনগত আলোচনায় প্রাধান্য পেয়ে থাকে। উপন্যাসের সংলাপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই পরিচ্ছেদে আমরা বাচনের নানবিধ বিন্যাস নিয়ে আলোচনা করেছি।

উপসংহার:— সন্দর্ভপত্রের এই অংশে প্রধানত পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলিতে বিশ্লেষিত অংশ থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলিকে সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। সন্দর্ভপত্রকে চারটি অধ্যায় ও নানান পরিচ্ছেদে বিভক্ত করে আখ্যানতত্ত্বের ভিত্তিতে আমরা উপন্যাসগুলির গঠনকে ব্যবচ্ছিন্ন করে দেখার চেষ্টা করেছি তার পেছনে ভাবনা ছিল এই গবেষণা রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে নতুনত্বের সংযোজন ঘটাবে। আখ্যানতত্ত্বের প্রতিটি উপাদানকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্র-উপন্যাসগুলির বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে সেভাবে লক্ষগোচর হয়নি, যদিও যে আলোচনা এই সন্দর্ভপত্রে করা হয়েছে তা প্রাথমিক স্তরেরই। শুধুমাত্র এই তত্ত্বের ভিত্তিতে উপন্যাসগুলির নারীবাদী কিংবা উত্তর-আধুনিক পাঠ বিশ্লেষণ করা সম্ভব। অথবা সম্ভব আখ্যানতত্ত্বের যে কোনো একটি উপাদানকে গ্রহণ করে উপন্যাসগুলির আরো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ। ভবিষ্যতের গবেষণা ক্ষেত্রের সেই সম্ভাব্যতার পথকে বিবৃত রেখে সন্দর্ভপত্রটির সমাপ্তিরেখা টানা হয়েছে।